ব্যাংকিং

ব্যাংক হিসাব কি?

ব্যাংকের গ্রাহক হতে হলে একটি হিসাব খুলতে হয়। ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট ফরমে যাচিত তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানের মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার নিজ নামে/প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলতে পারবেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে একটি স্বতন্ত্র নম্বর প্রদান করা হয় যা তার ব্যাংক হিসাব বলে পরিচিত।

সবাই কি ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবে?

হ্যাঁ, মানসিকভাবে সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন।

এছাড়া, সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কমবয়সী) শিক্ষার্থীরা এবং রেজিস্ট্রার্ড এনজিও এর সহায়তায় কর্মজীবী শিশুরাও ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন।

ব্যাংক হিসাব থাকার উপকারিতা কী?

- প্রথমত জমানো টাকা নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে (চুরি-ডাকাতি বা আগুনে পোড়া বা বন্যায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না);
- যখন প্রয়োজন জমানো টাকা উত্তোলন করা যায়;
- হিসাবে জমা টাকার উপর ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা/সুদ পাওয়া যায়;
- অনলাইন ব্যাংকিং৮ এর মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো জায়গায় টাকা পাঠানো যায়;
- যে কোনো পাওনা টাকা (একই ব্যাংকের অন্য হিসাবে বা ভিন্ন ব্যাংক হিসাবে) ও বিল (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস, স্কুল ফি, ক্রেডিট কার্ড এর বিল ইত্যাদি) পরিশোধ করা যায়;
- সঞ্চয়ী হিসাব থেকে এক বা একাধিক মেয়াদি আমানত খোলা যায় যা অধিক লাভজনক;
- মেয়াদি আমানত এর কিস্তি/ইনস্যুরেন্স এর প্রিমিয়াম প্রদান করা যায়;
- ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে বা গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ/আগাম গ্রহণ সহজ হয়;
- বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে প্রেরিত রেমিটেন্স সহজে উত্তোলন করা যায়;
- সরকারী ভাতার টাকা গ্রহণ করা যায়;
- অন্যান্য।

ব্যাংক হিসাব খুলতে কী কী প্রয়োজন হয়?

যে কোনো ব্যাংক হিসাব খুলতে সাধারণত নিম্নলিখিত দলিলাদি/কাগজপত্র প্রয়োজন হয় ঃ

- ব্যাংকের নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ;
- আবেদনকারীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;
- নমুনা স্বাক্ষর (আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে স্বাক্ষর করতে হবে);
- মনোনীত নমিনি/উত্তরাধিকারী ব্যক্তির (নমিনি একাধিক হতে পারবেন) এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, যা হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত হবে।
- নমিনির স্বাক্ষর (ব্যাংক কর্মকর্তার সম্মুখে স্বাক্ষর করা বাঞ্চনীয়);
- আবেদনকারী ও নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;
- আবেদনকারীর টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট এর ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে/যদি থাকে);
- সম্ভাব্য লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য;
- অন্যান্য।

কী কী ধরণের হিসাব খোলা যায়?

সাধারণত তিন ধরনের আমানত হিসাব খোলা যায় ঃ

১. **চলতি আমানত (কারেন্ট ডিপোজিট) হিসাব** মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের নামে বা ব্যবসা বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্দেশ্যে খোলা হয়। এ ধরনের হিসাবে প্রতিদিন একাধিকবার টাকা জমা/উত্তোলন (লেনদেন) করা যায় এবং আমানতের উপর খুব সামান্য পরিমাণ সুদ/মুনাফা দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকই শুধু চলতি হিসাব খুলতে পারে।

২. **সঞ্চয়ী আমানত (সেভিংস ডিপোজিট) হিসাব** ব্যক্তি নামে খোলা হিসাব যেখানে প্রতিদিনের বাড়তি টাকা কোন চার্জ/ফি ছাড়াই প্রতিদিন জমা করা যায় এবং সপ্তাহে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার উত্তোলনও করা যায়। এই আমানতের স্থিতির উপর ভিত্তি করে ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে। হিসাব পরিচালনার জন্য ব্যাংক আমানতকারীকে এটিএম/ডেবিট কার্ডও সরবরাহ করে থাকে যা ব্যবহার করে গ্রাহকগণ সহজেই দেশের যে কোনো প্রান্তে স্থাপিত এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারেন। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে যেমন- টাকা জমা করা, টাকা তোলা, টাকা পাঠানো ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর ভাতা সুবিধাগুলো সরাসরি জমা করার ক্ষেত্রে এ ধরণের আমানত হিসাব অত্যন্ত উপযোগী।

৩. **মেয়াদি আমানত (টার্ম ডিপোজিট) হিসাব** সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টাকা জমা রাখার জন্য খোলা হয়। যেহেতু সুনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য টাকা জমা রাখা হয়, সেহেতু এই আমানত থেকে সঞ্চয়ী আমানতের তুলনায় বেশি সুদ/মুনাফা অর্জন করা যায়। তবে এ হিসাব চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাবের মত ব্যবহার করা না গেলেও মেয়াদপূর্তির আগে জরুরী প্রয়োজনে এ হিসাব থেকেও টাকা তোলা যায়, সেক্ষেত্রে সুদ/মুনাফা কিছুটা কম পাওয়া যায়। মেয়াদী আমানত বন্ধক রেখে এর বিপরীতে ঋণও গ্রহণ করা যায়।

নমিনি কে? নমিনি কিভাবে করতে হয়?

নমিনি হলেন হিসাবধারীর জীবদ্দশায় তার কর্তৃক মনোনীত এমন এক/একাধিক ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ, যিনি/যারা হিসাবধারীর মৃত্যুর পর তার/তাদের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমানো আমানতের বৈধ দাবিদার। হিসাবধারী একাধিক ব্যক্তিকে নমিনি হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন। একাধিক নমিনির ক্ষেত্রে কে কত শতাংশের দাবিদার হবেন তা হিসাবধারী হিসাব খোলার ফরমে উল্লেখ করে দিবেন। হিসাবধারী তার জীবদ্দশায় যে কোনো সময় নমিনি পরিবর্তন করতে পারবেন।

ব্যাংক হিসাব খোলার সময় হিসাব খোলার ফরমের নির্দিষ্ট জায়গায় নমিনির তথ্য ও নমিনির স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। এছাড়া, হিসাবধারী কর্তৃক নমিনির এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সত্যায়িত করে এবং নমিনির জাতীয় পরিচয়পত্রের কপিও উক্ত ফরমের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হয়। হিসাবধারীর মৃত্যুর পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করলে কোনো ঝামেলা ছাড়াই নমিনি হিসাবধারীর জমানো আমানত উত্তোলন করতে পারবেন।

নাবালক কে কি নমিনি করা যাবে?

হ্যাঁ। নাবালককেও নমিনি করা যাবে। তবে হিসাবধারীর মৃত্যুকালে নমিনি নাবালক থাকলে উক্ত নাবালকের আইনগত অভিভাবকের সহায়তায় যথাযথ প্রমাণ দাখিল সাপেক্ষে আমানতের অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

কেওয়াইসি (KYC) কী?

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে ব্যাংক হিসাব খুলতে হলে ব্যাংক কে গ্রাহক সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানাতে হয়। এর জন্য ব্যাংক হিসাব খোলার সময় গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট ছকে নিজের তথ্যাদি পূরণ করে ব্যাংকে জমা দিতে হয়। সেটাই কেওয়াইসি। গ্রাহক কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় নথিপত্র যেমন গ্রাহকের ছবি, পরিচয়পত্র, আয়ের স্বপক্ষে প্রমাণপত্র, লেনদেনের তথ্য, ঠিকানার প্রমাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র ইত্যাদি জমা করতে হয়। এসব তথ্য-উপাত্ত যাচাই/পর্যালোচনা করে ব্যাংকারগণ গ্রাহকের ঝুঁকি নির্ধারণ করেন।

ই-কেওয়াইসি (e-KYC) কী?

ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে বায়োমেট্রিক (হাতের আঙুলের ছাপ)/আইরিস (চোখের মাধ্যমে) পদ্ধতিতে গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিই হলো ই-কেওয়াইসি। বর্তমানে ই-কেওয়াইসি পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংকে না গিয়েও খুব সহজে ও স্বল্প সময়ে ব্যাংক হিসাব খোলা যায়। ই-কেওয়াইসি পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে গ্রাহকের তথ্য প্রদান করতে হয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হয়।

ব্যাংকে না গিয়েও কি ব্যাংক একাউন্ট খোলা যাবে?

হ্যাঁ। বর্তমানে ব্যাংকে না গিয়েও কোন ব্যাংকের এ্যাপ ব্যবহার করে হিসাব খোলা সম্ভব। ই-কেওয়াইসির মাধ্যমে ডিজিটাল উপায়ে এ ধরণের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়।

ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে খরচ হয় কি?

সাধারণত ব্যাংক এর সঞ্চয়ী/চলতি/এসএনডি হিসাব খুলতে ও সচল রাখতে বাৎসরিক/অর্ধবার্ষিক হারে সার্ভিস চার্জ ও সরকারী ফি প্রদান করতে হয়।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ১০/৫০/১০০ টাকায় খোলা নো-ফ্রিল হিসাব সচল রাখতে কোনো সার্ভিস চার্জ বা ফি কাটা হয় না। তথাপি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কোনো ফি প্রযোজ্য হলে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সেটা হিসাবের ব্যালেন্স থেকে কেটে রাখা হয়।